89888 - শৌচ করার পর পশ্চাদ্দেশে থেকে কিছু বের হওয়া অনুভব করে

প্রশ্ন

পায়খানা করার পর (আল্লাহ আপনাদেরকে সম্মানিত করুন) আমি অনুভব করি পশ্চাদ্দেশে দিয়ে কিছু বের হচ্ছে। কখনো কিছু থাকে, আবার কখনো কিছু পাই না। আমার প্রশ্ন হলো: আমার জন্য কি প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু যাচাই করতে হবে? পূর্বের নামাযগুলোর ব্যাপারে কী করণীয়? আমাকে কি আবার সেগুলো পড়তে হবে? উল্লেখ্য, আমি সেগুলোর সংখ্যা কত তা জানি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মানুষ তার হাজত সারা, শৌচ কার্য এবং অযু করার পর সে পবিত্র বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সে অযু ভাঙার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। কেবল সন্দেহের কারণে তার অযু ভেঙে যাবে না। এমনকি যদি সন্দেহ শক্তিশালী হয়ে প্রবল ধারণায় রূপ নেয় তবুও।

সুতরাং কেবল পশ্চাদ্দেশে দিয়ে কিছু বের হওয়ার বিষয়টা অনুভব করলেই সেটা অযু ভেঙে দিয়েছে বলে গণ্য হবে না। ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যেহেতু শৌচকার্য করে লজ্জাস্থান পবিত্র করেছেন, সেহেতু নামাযের আগে যাচাই করা আপনার উপর আবশ্যক হবে না।

আপনি যে নামাযগুলো আদায় করেছেন, সেগুলো পুনরায় পড়ার আবশ্যকতা নেই। কারণ আপনি পবিত্র অবস্থায় ছিলেন, আর অযু ভাঙার বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু পাননি।

এই মূলনীতির পক্ষে প্রমাণ হলো বুখারী (১৩৭) ও মুসলিম (৩৬১)-এর বর্ণনা। তারা আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন নামাযের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন: “সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়।”

নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এই হাদীসটি ইসলামের অন্যতম মূলনীতি এবং ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। বস্তুসমূহকে সেগুলোর মূল অবস্থার উপর থাকার হুকুম প্রদান করা হবে, যতক্ষণ না এর বিপরীত কিছুর ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া

যায়। আপতত সন্দহে কোনো ক্ষতি করবে না।

এর মধ্যে রয়ছে এই মাসআলা, যটোর ব্যাপারে হাদীসটি বর্ণতি হয়ছে। অর্থাৎ কউে যদি পবত্রিতার ব্যাপারে নশ্চিতি হয়, আর অপবত্রি হওয়ার ব্যাপারে সন্দহে করে, তাহলে সে পবত্রি অবস্থার উপর আছে এমন হুকুম প্রদান করা হবে। এই সন্দহে নামাযে হওয়া কংিবা নামাযরে বাহরিে হওয়ার মাঝে পার্থক্য নইে। এটা আমাদরে মাযহাব এবং সালাফ-খালাফ অধকিাংশ আলমেরে মাযহাব। ... আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলছেনে: সন্দহেরে ক্ষত্রেে অপবত্রি হওয়া বা না-হওয়ার দুই সম্ভাবনা সমান হওয়া কংিবা একটি প্রাধান্য পাওয়া অথবা একটরি ব্যাপারে প্রবল ধারণা আসার মাঝে কোনো পার্থক্য নইে। সকল অবস্থাতইে অযু আবশ্যক হবে না।” [শারহু মুসলমি থকেে সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: আমি পশোব ও অযু করার পর আমার পুরুষাঙ্গ থকেে কছিু বরে হওয়ার বষিয়টা অনুভব করি। অনুসন্ধান চালানোর পর দখেতে পাই যে পশোব বরে হয়ছে। এক্ষত্রেে সমাধান কী?

তনিি উত্তর দনে: “নঃিসন্দহেে আল্লাহর প্রজ্ঞা এমন যে তনিি পশোব-পায়খানা ধারণ করার জন্য পশেীগুলো এতটা শক্ত করছেনে যনে কছিু সখোন থকেে বরে না হয়। কন্তিু কখনো কখনো সইে পশেীগুলো রোগে আক্রান্ত হয়ে শথিলি হয়ে পড়ে। তখন পশোব বরেয়িে যায়। সটো লাগাতর হতে পার, আবার মাঝে মাঝওে ঘটতে পার। কখনো মানুষ নজিইে এর কারণ হয়। কারণ কোনো কোনো মানুষ আছ, যারা পশোব শষে করার পর পছেন থকেে শুরু করে পুরুষাঙ্গরে ডগা পর্যন্ত মূত্রনালি থকেে পশোব টনেে বরে কর। কউে কউে শষে ফোটা বরে না হওয়া পর্যন্ত নংিড়াতে থাক। এটা ভুল। কছিু কছিু ফকীহ যদওি টনেে বরে করাকে সুন্নাহ বলছেনে, কন্তিু সটো দুর্বল মত। বরং সটো বদিাত; যমেনটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে এবং সুন্নাহ থকেওে এটা স্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পছেন থকেে পুরুষাঙ্গরে ডগা পর্যন্ত পশোব টনেে বরে করতনে এমনটা বর্ণতি হয়নি। তনিি কখনোই পুরুষাঙ্গ নংিড়াতনে না। কছিু মানুষ এমনটা করে এই মতাবলম্বী ফকীহদরে অনুকরণে নতুবা তারা ধারণা করে যে এমনটা না করলে তাদরে পুরুষাঙ্গে পশোব বাকি থকেে যাব। এটা ভুল। একজন মানুষ পশোব করার পর সে শুধু পুরুষাঙ্গরে অগ্রভাগ ধুয়ে নবি, এটাই যথষ্টে। তার জন্য পুরুষাঙ্গ নংিড়ানো বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নইে। পুরুষাঙ্গরে অগ্রভাগে যে পশোব লগেছে, সটো সে ধুয়ে নবি, এতইে সব কছিু শষে। মানুষ যদি এভাবে অভ্যস্ত হত, তাহলে এমন রোগে আক্রান্ত হত না, যটোর কারণ সে নজি। সুতরাং এই ভাইয়রে প্রতি আমার উপদশে: সে যনে এটা থকেে বরিত থাক, এটার দকিে ভ্রুক্ষপে না কর, পুরুষাঙ্গ টানাটানি বা নংিড়ানোর কাজ না কর। যভোবে আছে সভোবে যনে সটোকে ছড়েে দয়ে। সর্বশষে ফোটা বরে হওয়ার পর পুরুষাঙ্গরে ডগা ধুয়ে ফলে। হয়তো একজন মানুষ তার পুরুষাঙ্গে নড়াচড়া অনুভব করতে পার, কন্তিু তার জন্য সখোনো তাকানো উচতি নয়। কনেনা কছিু মানুষ আছে যারা পুরুষাঙ্গে নড়াচড়া পলেে পায়জামা ঢলিা করে উপর থকেে পুরুষাঙ্গ রগড়াতে থাক। আর রগড়ালে তো কছিু বরে হবইে। কন্তিু আপনি এটাকে এভাবে ছড়েে দনে। এটার প্রতি ভ্রুক্ষপে করবনে না। কছিু আলমে রাহমিাহুমুল্লাহ বলনে: ব্যক্তি যখন এমন ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হব, তখন তার করণীয় হলো পায়জামার উপর দয়িে পানি

ছটিয়িে দওেয়া। ফলে চন্িতা বা সন্দহে আসলে সটোকে ঐ পানরি দকিে ন্যস্ত করবে। কন্িতু আমরা বলব: এর প্রয়োজন নইে। এটা অতরিক্িত কৃত্রমিতা। এটা থকেওে বরিত থাকুন। এটা নয়িে ব্যস্ত হয়ে পড়বনে না। ইন শা আল্লাহ এটি আপনার থকেে দূর হয়ে যাবে। পুরুষাঙ্গরে ডগায় শীতলতা অনুভব করলে কংিবা ভতেরে নড়াচড়া টরে পলেইে তাকাতে যাবনে না। এটা পরহিার করুন।” [আল-লকিাউশ শাহরী থকেে সমাপ্ত]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।